হাক্কুল ওয়ালেদাইন
বা
পিতামাতার হক

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী-আল-কাদেরী

pdf by :
MOHAMMAD ABDUL AWAL
Mobile : 01745 33 56 34
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী

রেজভীয়া দরবার শরীফ
গ্রাম—সত্রশ্রী, ডাকঘর—রেজভীয়া এতিমখানা,
জেলা—নেত্রকোণা।

হাদিয়া—১০.০০ (দশ) টাকা।

প্রকাশকাল ঃ

জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং

১৯ই মাঘ, ১৪০০ বাং

১৯ই শাবান, ১৪১৪ হিঃ

প্রকাশক ঃ

আলহাজ্ব ছদরুল আমীন (রেজভী)

সতরশ্রী, নেত্রকোণা

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

দু'টি কথা

বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের বন্ধ্যাত্বতার প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন যাবত পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য শীর্ষক একটি পুস্তক রচনার তাগিদ অনুভব করছিলাম। কেননা এই কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা ব্যতীত সমাজের সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আজ আমার 'হুকুল ওয়ালেদাইন' পুস্তকটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছি বলে আনন্দবোধ করছি। আমার এই পুস্তক যদি সমাজে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সামান্যতম প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হয় তবেই আমার এই উদ্যোগ হবে সফল। কারণ পিতামাতা ও সন্তানের যথাথ সম্পর্ক সুস্থ সমাজ বিকাশের প্রাণ।

খোদা হাফেজ

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল্-কাদেরী।

নাহ্‌মাদুহু-ওয়ানুছাল্লি-আলা রাছুলিহিল্ কারীম।
আম্মাবা'দু-ফাআউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম। বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম॥

আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন :—ওয়াক্বাদা-রাব্বুকা আল্লাতা'বুদু-ইল্লা-ইয়্যাহু ওয়া-বিল্ ওয়ালেদাইনে ইহ্‌ছানা। ইম্মাইয়াব্‌লুগান্না ইন্দাকাল্ কিবারা আহাদুহু মাআও কিলাহুমা ফালা তাক্বুল্‌লাহুমা-উফ্‌ফিন্ ওয়ালা তান্‌হার্‌-হুমা ওয়াক্বুল্‌লাহুমা ক্বাওলান্ কারীমা। (ছুরায়ে বনী ইছরাঈল—২৩ আয়াত)।

অর্থ :—হে প্রিয় নবী! আপনার প্রতিপালকের আদেশ এই যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত করিবে না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদের সাথে 'উহ্' শব্দটিও বলিবে না. এবং তাহাদিগকে ধমক দিবে না, আর তাহাদের সঙ্গে অত্যন্ত আদাব সহকারে অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার সহিত কথা বলিবে।

উক্ত সুরার ২৪নং আয়াতের অনুবাদ :—

"তাহাদের সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করিয়া দিবে। আর (তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে) এইরূপ দোয়া করিবে—'রাব্বীর্‌হাম্

হুমাকামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'—'হে পালনকর্তা ! তাহাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেভাবে তাহারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন।" (সূরা—বনি ইছরাইল)

২৫নং আয়াতের অনুবাদ ঃ—

"তোমাদের পালনকর্তা বেশ অবগত আছেন, তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু রহিয়াছে ! যদি তোমরা নেককার বা সৎকর্মশীল হও, তবে তিনিও তওবাকারী বা আবেদনকারীদের প্রতি বড়ই ক্ষমাশীল।'

২৬নং আয়াতের অনুবাদ ঃ—

এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার হক (প্রাপ্য) দিয়া দাও, আর অভাব-গ্রস্থ ও মুছাফীরকে ও (তাদের হক আদায় করিয়া দাও)। আর কিছুতেই অপচয় করিও না।

২৭নং আয়াতের অনুবাদ ঃ—

"এ কথা সুনিশ্চিত যে, অপচয় বা অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভ্রাতা, আর শয়তান ত নিজ পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ বা অবাধ্য।"

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ! কোরআনে কারীমের সূরায়ে বনি ইছরাঈল তরুকু ২৩নং আয়াত হইতে ২৭নং আয়াত পর্যন্ত সরল বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। মনোযোগ সহকারে বুঝিবার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ পাকের এবাদতের পরই পিতামাতার খেদমত করিবার আদেশ হইয়াছে। কাজেই পিতামাতার খেদমত ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার আল্লাহ পাকের এবাদতের মধ্যে গণ্য। হে প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ! যেহেতু, আল্লাহ পাকের

বন্দেগীর পরেই পিতামাতার খেদমতের স্থান, সেইহেতু ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার কতিপয় অমিয়-বাণী-হাদিছ শরীফ নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

(১) **হজরত আবি আমামা হইতে বর্ণিত আছে**—একদা এক ব্যক্তি রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ্, সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক কি রকম রহিয়াছে? রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উত্তরে বলেন—'তাহারা উভয়ে তোমার জন্য বেহেশ্‌ত এবং দোজখ।' অর্থাৎ, যদি তুমি পিতা-মাতার খেদমত দ্বারা উভয়কে সন্তুষ্ট কর তবে তাহাদের সন্তুষ্টির বদৌলতে তোমার বেহেশ্‌ত লাভ হইবে, আর যদি তাহাদের খেদমতের পরিবর্তে কষ্ট দাও এবং তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া যায় আর তাহাদের অসন্তুষ্টিই তোমার দোজখের কারণ হইবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

২নং হাদিছ ঃ—হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—এমন কোন নেক সন্তান নাই যে তাহার মাতা-পিতাকে সুনজরের সহিত দেখিবে, কিন্তু আল্লাহ পাক দিবেন না তাহাকে প্রত্যেক সুনজরের পরিবর্তে একটি মকবুল হজ্জের ছোয়াব। অর্থাৎ, যে হজ্জ আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ্! যদি দিনের মধ্যে ১০০ বার নজর করে? হুজুরে পাক উত্তরে বলেন—আল্লাহ্ পাক অতিশয় মহান এবং অতিশয় পবিত্র। অর্থাৎ যত বারই সুনজর করিবে প্রত্যেক বারের জন্যে এক একটি হজ্জের ছোয়াব মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ পাক দান করিবেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। হে প্রিয় পাঠক! ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ বড়ই সৌভাগ্যবান এবং তাদের

জিন্দেগী ধন্য যাহাদের পিতামাতা জীবিত বিদ্যমান, আর তাদের প্রতি মুহব্বতের সহিত প্রতিদিন সুদৃষ্টিতে তাকায়। আর ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এক একটি নজরের ফলে এক একটি মকবুল হজ্জের ছোয়াব লাভ করে। প্রিয় সুন্নী মুসলমান ! জানিয়া রাখুন, আল্লাহ্‌ পাকের সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যেরূপ হাদিছ শরীফে ইরশাদ হইয়াছে।

৩নং হাদিছ :—হাদিছে কুদছীতে আল্লাহ্‌ পাক ফরমাইয়াছেন—যাহার প্রতি তাহার পিতামাতা সন্তুষ্টি হইয়াছে আমি (আল্লাহ্‌) ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৪নং হাদিছ :—হজরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তিন ব্যক্তির দোয়া নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক কবুল করেন। যথা—(১) 'মাজলুম'—অত্যাচারিত অর্থাৎ, যাহার উপর জুলুম বা অত্যাচার করা হইয়াছে, তার দোয়া যাহা জালিমের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করা হয়—তাহা অবশ্যই কবুল হয়। (২) মুসাফীরের দোয়া—মুসাফীর যদি কাহারও দোয়া করে নিঃসন্দেহে তাহা কবুল হয়। আর, (৩) পিতামাতার দোয়া সন্তানের প্রতি সন্দেহাতীতরূপে কবুল হয়।

৫নং হাদিছ :—হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে—রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—আমি কি ঐ কবীরা গোনাহ সম্পর্কে বলিব না, যাহা সমস্ত কবীরা গোনাহ হইতে বড় (মারাত্মক)? ছাহাবীগণ আরজ

করিলেন—জি হাঁ, বলুন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্। ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়া-ছাল্লাম। তখন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা সব চাইতে মারাত্মক কবীরা গোনাহ্ এবং মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানী বা অসদ্‌ব্যবহার করা সব চাইতে মারাত্মক কবীরা গোনাহ্। বর্ণনাকারী বলেন—হুজুরে পাক তাকিয়া লাগাইয়া শায়িত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন—আর মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, এবং মিথ্যা কথা বলা সবচাইতে বড় গোনাহ্।

৬নং হাদিছ :—রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাপের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে, আল্লাহের অসন্তুষ্টি মা-বাপের অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রতি তাহার মা-বাপ সন্তুষ্ট আল্লাহ পাকও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট; এবং মা-বাপ যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট আল্লাহ পাক তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট।

৭নং হাদিছ :—রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি মাতা-পিতার কবর প্রত্যেক শুক্রবার দিবসে জিয়ারত করিবে তাহার গোণাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং সে মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া লিখিত হইবে। অর্থাৎ, তার জীবনের সমস্ত ছগীরা গোণাহ্ মাফ করিয়া যাইবে এবং সে দোজখ হইতে খালাস বলিয়া লিখিত হইবে।

৮নং হাদিছ :—রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ২ রাকাত নামাজ এই

নিয়মে পাঠ করিবে যে, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু ছুরার পর আয়াতুল কুরছি ১ বার, ক্বোল, হুয়াল্লাহু আহাদ, ক্বোল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও ক্বোল আউজু বিরাব্বিন্নাছ এই ৩টি ছুরা ৩ বার করিয়া অথবা ৫ বার করিয়া এবং ছালাম ফিরাইয়া ৫ বার ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ করিবে রাসূলে খোদা ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লামার উপর, তার মা-বাপের রুহের উপর ইহার ছোয়াব বখশিয়া দিবে, তবে নিশ্চয়ই জানিবে যে সে ব্যক্তি মা-বাপের হক আদায় করিয়াছে। আর ইহার ছোয়াবের পরিমাণ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেহই জানে না।

৯নং হাদীছ :—হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন ছাহাবী রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া বলিলেন আরজ করিলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জেহাদে যাইবার জন্যে ইচ্ছুক। রাসুলে খোদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? ছাহাবী উত্তরে বলিলেন—'জি হাঁ', তখন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—যাও তোমার পিতামাতার খেদমতের মধ্যে জেহাদ কর।' এই হাদিছের দ্বারা জানা যায় যে, মা-বাপের খেদমত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সমান। উলামায়ে কেরামগণ লিখিয়াছেন যে, মাতাপিতার সন্তানের উপর ১০ (দশ) টি হক রহিয়াছে। যথা—১নং অপারক হইলে খাদ্যদ্রব্য (নিজ হাতে) খাওয়াইয়া দেওয়া, ২নং প্রয়োজনে খেদমত করা, ৩নং মা-বাপে ডাকিলে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সহিত উত্তর দেওয়া, ৪নং জায়েজ বা শরীয়ত সম্মত কাজকর্মে আদেশ পালন করা ৫নং অতি বিনয়-নম্রতার সহিত কথা-বার্তা বলা, ৬নং কাপড় চোপর না থাকিলে কাপড়-চোপর দেওয়া, ৭নং রাস্তায় চলার সময়

বাপের পিছনে পিছনে চলা, ৮নং নিজের জন্য যাহা পছন্দ করেন বাপের জন্যও তাহা পছন্দ করিবে; ৯নং নিজের জন্য যাহা খারাপ জানিবে বাপের জন্যও তাহা খারাপ জানিবে এবং ১০নং যখন নিজের জন্য দোয়া করিবে তখন মা-বাপের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করিবে। কতক ছাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মা-বাপের জন্য দোয়া করে না তার রিযিক কমিয়া যাইবে।

কেহ রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নিকট আরজ করিল—ইয়া রাছুলাল্লাহ! মা-বাপ সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় পরলোক গমন করিলে সন্তানের পক্ষে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? উত্তরে হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—হ্যাঁ, ৩টি উপায় আছে—১নং সন্তান নেককার হইতে হইবে, ২নং মা-বাপের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে সাহায্য করিতে হইবে এবং ৩নং মা-বাপের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে হইবে, আর মা-বাপের জন্যে দান খয়রাত করিতে হইবে।

(১) রেওয়ায়েত:—কথিত আছে এক সময় হজরত মুছা আলাইহে ছালাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করেন—হে আল্লাহ্! ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাত করিয়া দাও বেহেশতে যে আমার সঙ্গী হইবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলিলেন—হে মুছা! তুমি শহরের ঐ বাজারে যাও, তথায় একজন কাছ্ছাব (কসাই) আছে, সে বেহেশ্তে তোমার সঙ্গী হইবে। তারপর হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম উক্ত বাজারের ঐ মাংসের দোকানে গিয়া কাচ্ছাবকে দেখিতে পাইলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে, সে যখন এক টুকরা মাংস জাম্বিলে লইয়া দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিল তখন মুছা আলাইহিচ্ছালাম

বলিলেন—'তুমি কি একজন মুসলমানকে তোমার "সঙ্গে নিতে পার ? ঐ ব্যক্তি বলিল, "হ্যা, নিশ্চয়ই পারি।" তখন মুছা আলাইহিচ্ছালাম তাহার সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেলেন। কসাই মাংস রান্না করিয়া ঘরের ভিতরে এক জাম্বিল হইতে কবুতরের বাচ্চার মত তাহার মাকে বাহির করিয়া আনিল এবং এক চামচ দ্বারা সোরবা নিজ হাতে মুখে তুলিয়া খাওয়াইল। তারপর তাহার কাপড় ধৌত করিয়া শুকাইয়া তাহার মাকে পড়াইল এবং জাম্বিলে রাখিয়া দিল। ঐ বৃদ্ধা মেয়েলোকটি পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঠোঁট নাড়িয়া কিছু দোয়া করিল। হজরত মুছা আলাহি-চ্ছালাম বলেন—"আমি শুনিলাম যে, ঐ বৃদ্ধা মেয়েলোকটি বলিতেছে, "হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের সঙ্গে বেহেশতবাসী বানাও।" তারপর কসাই তাহার মাকে আবার জাম্বিলের ভিতর পুরিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম (আশ্চর্যান্বিত হইয়া) কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত কসাই বলিলেন—'আমার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হওয়ায় তাহাকে এইভাবে রাখিতে ও খেদমত করিতে হয়। তৎক্ষণাৎ মুছা আলাইহিচ্ছালাম বলিলেন—ধন্যবাদ! আমিই মুছা নবী, এবং নিশ্চয়ই, তুমি বেহেশতে আমার সঙ্গী হইবে।' আল্লাহতায়ালা নিজ নামের গুণে এবং সৃষ্টির সেরা নবীকুল শিরোমণি মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার তোফায়েলে আমার উপর বেহেশতের রাস্তা সহজ করিয়া দিয়াছেন। মা-বাপের খেদমতে যেহেতু বেহেশত পাওয়া যায় এইজন্যেই আদেশ হইয়াছে 'ওয়াবিল্ ওয়ালেদাইনে ইহ্ছানা'—আল-কোরআন।

(২) **হেকায়াত ঃ**—প্রাচীন যুগে এক মৌলভী সাহেব দিন-রাত তাহার বৃদ্ধা মায়ের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। যখন হজ্জের সময় আসিত তখন তিনি হজ্জে যাইবার জন্য তাহার মায়ের অনুমতি চাহিতেন,

কিন্তু বৃদ্ধা জননী তাহাকে বলিতেন, এই বৎসর স্থগিত রাখ, হইতে পারে এই বৎসর আমার মৃত্যু আসিবে।' এইরূপ বলিয়া তাহাকে হজ্জে যাওয়া হইতে বিরত রাখিত; এবং এইভাবে ৪/৫ বৎসর অতীত হইয়া গেল তাহার আর হজ্জে যাওয়া হইত না। একবার মৌলুভী সাহেব পাকা নিয়ত করিলেন এই বৎসর নিশ্চয়ই হজ্জে যাইবেন এবং মায়ের কথা মানিবেন না। যখন হজ্জের নির্দ্ধারিত সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন মৌলুভী সাহেব হজ্জের প্রয়োজনীয় ছামান-পত্র প্রস্তুত পূর্বক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিলে বৃদ্ধা মাতা তাহাকে বহুৎ নিষেধ করিল এবং বলিল, "এই বৎসরও হজ্জে যাওয়া স্থগিত রাখ, এই বৎসর আমার মৃত্যু হইতে পারে, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে নাও পাইতে পার" মৌলুভী সাহেব মায়ের নিষেধ মানিল না; ক্রন্দনরত অবস্থায় বলিল— তুমি প্রতি বৎসর একই কথা বল; কিন্তু তুমি আর মর না। আমারও হজ্জে যাওয়া হয় না। এই বৎসর নিশ্চয়ই আমি হজ্জে যাইব, তুমি মর আর জীবিত থাক, আমি আর নিয়ত পরিত্যাগ করিব না। এই বলিয়া এক কিতাব বগলে লইয়া মৌলুভী সাহেব হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। অতঃপর, তাহার বৃদ্ধা জননী খুবই কান্নাকাটি করিয়া বলিল— "এই বৎসর আমি মরিয়া যাইব, আমাকে একাকী ফেলিয়া যাইও না। আগামী বৎসর যাইও, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার কথা মান।

মোটকথা, বহুৎ কান্না-কাটি সত্ত্বে বৃদ্ধা মায়ের নিষেধ অমান্য করতঃ ঐ মৌলভী সাহেব চলিয়া গেল, সুতরাং বৃদ্ধা মাতা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করিতে লাগিল—"হে খোদা! এই যুবক আমার কথা মানে নাই, তুমিও তার কথা শুনিও না এবং তার প্রতি রহমতের নজর করিও না, আর তাহাকে ভয়ানক আজাবে পতিত কর। যেমনিভাবে সে আমাকে কষ্ট দিয়াছে, তুমিও তাকে তেমনিভাবে কষ্ট দাও।" এক্ষণে খোদা-তায়ালার

শান দেখুন, মৌলুভী সাহেব যাইতে যাইতে এক শহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় শহরের এক মসজিদে রাত্রি যাপন করিবার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করিলেন। কিছু রাত্রি অতিবাহিত হইলে তিনি ওজু করিয়া নামাজে নিমগ্ন হইলেন। এই সময় হঠাৎ মসজিদের নিকটবর্তী এক বাড়ীতে চোর ঢুকিল এবং কিছু মালামাল লইয়া পলায়ণ করিতে গিয়া লোকজনের তাড়া খাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিল এবং মসজিদের ভিতর মালামাল রাখিয়া ছুটিয়া পালাইল। এইদিকে, লোকজন মসজিদে চোরকে খুঁজিতে আসিয়া ঐ নামাজরত মৌলুভী সাহেবকে পাইল, আর বলাবলি করিতে লাগিল—"দেখ, আজব চোরের কাণ্ড, চুরি করিয়া মসজিদে ঢুকিয়া নামাজ পড়িতেছে, অথচ চুরির মাল মসজিদেই রহিয়াছে।" মোটকথা, লোকজন ঐ মৌলভী সাহেবকে বড়ই আশ্চর্যজনক চোর ভাবিয়া ইচ্ছামত মার-পিট করিল। অতঃপর, রাত্রি প্রভাত হইলে তাহাকে ধরিয়া লোকেরা বাদশাহর দরবারে নিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল—এই ব্যক্তি বড়ই আশ্চর্যজনক চোর, তার ত্রিগুণ শাস্তি হওয়া উচিত। কেননা, প্রথমতঃ সে একজন মৌলভীর ভূরত ধরিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ চুরির মাল মসজিদে রাখিয়া ধোকা দিবার জন্য নামাজ পড়িতেছে।" বাদশাহ বলিলেন—তাহার জন্য চুরির শাস্তি হইল, তাহার হাত কাটিয়া ফেলা, এবং মৌলুভীর বেশ ধারণ করিবার শাস্তি হইল তাহার চক্ষু উঠাইয়া ফেলা, আর চুরির মাল মসজিদে রাখিয়া ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িবার শাস্তি তাহার দুইটি পা কাটিয়া ফেলা। সুতরাং এই তিন ধরণের শাস্তির পর তাহাকে শহরের অলি-গলিতে ঘুরাও এবং ঘোষণা কর যে, এই ধরণের অন্যায় যে করিবে, তার এই শাস্তি। আর ইহাও ঘোষণা করিবে যে, মৌলুভীর বেশ ধারণ করিয়া চুরি করিলে এবং চুরির মাল মসজিদে রাখিয়া ধোকা দিবার নিমিত্তে নামাজ পড়িলে এই এই শাস্তি।" মৌলুভী সাহেব এই ঘোষণা শুনিয়া বলিলেন—"খবরদার! তোমরা এই

কথা কখনও বলিও না, বরং তোমরা এই কথা ঘোষণা কর যে, যে ব্যক্তি মায়ের কথা অমান্য করিয়া এবং নাফরমানী করিয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তাহার এই শাস্তি।" লোকেরা তাহার কথা শুনিয়া তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাস করিল, "তুমি কি বলিতেছ পরিষ্কার করিয়া বল।" মৌলুভী সাহেব বলিলেন, "ঐ সমস্ত শুনিয়া লাভ নাই, শুধু তাহাই ঘোষণা কর যাহা আমি বলিয়াছি।" অতঃপর, লোকজনের পীড়াপিড়িতে মৌলুভী সাহেব তাহার মায়ের নিষেধ অমান্য করিয়া হজ্জে যাইবার নিয়তে বাহির হওয়ার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল। সম্পূর্ণ ঘটনা শ্রবণ করিয়া লোকেরা খুবই মর্মাহত হইল এবং তাহাকে লইয়া বাদশাহ্‌র দরবারে হাজির হইল। বাদশাহ সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং মৌলুভী সাহেবের নিকট কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চাহিলেন।

মৌলুভী সাহেব বলিলেন—"আপনার অন্যায় হয় নাই, ইহা আমার মায়ের নাফরমানীর ফল।" অতএব, মাতাপিতার নাফরমানীর ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ যার কারণে সন্তানাদি দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করে।

এইজন্য আল্লাহ্ পাক কোরআনে আদেশ করিয়াছেন—'ওয়াবিল্ ওয়া লাইনে ইহ্‌ছানা'—অর্থাৎ "মাতা-পিতার সেবা দ্বারা তাদেরকে তুষ্ট কর।"

হেকায়াত :—'তাম্বিহুল্ গাফেলীন' নামক কিতাবে ফকীহ্ আবুল লাইছ (রঃ) লিখিয়াছেন যে, হজরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আলকামা নামক এক ব্যক্তি রাসুলে মোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সময় বড়ই আল্লাহ্-ওয়ালা এবং দানশীল ছিলেন।

একবার তাহার কঠিন রোগ হইল। তাহার বিবি রাসুলে খোদার দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিল যে তাহার স্বামীর ভীষণ অসুখ, তাহার এখন অন্তিম অবস্থা, তাহার জন্যে দোয়ায়ে খায়ের খুবই প্রায়াজন। হজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত বিলাল, হজরত ছালমান এবং হজরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হজুরে পাকের আদেশ অনুযায়ী তাঁহারা আলকামার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে বলিলেন—বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তাহার অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সে কলেমা শরীফ পড়িতে অক্ষম। কারণ, তাহার জবান বন্ধ রহিয়াছে। তাহার মুখে কথা বাহির হইতেছে না। ছাহাবাগণ ধারণা করিলেন যে, এখন তাহার মৃত্যুর সময়, কাজেই তাহার জবান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা হজরত বিলাল (রাঃ)-কে রাসুলে পাকের খেদমতে তাহার অবস্থা জানাইবার জন্য পাঠাইলেন। হজরত বিলাল হজুরে পাকের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার অবস্থা বর্ণনা করিলেন যে, আলকামা এতই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে, সে কলেমা শরীফ পাঠ করিতে অক্ষম, তাহার জবান সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে। তখন রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জানিতে চাহিলেন যে, আলকামার পিতামাতার কেহ জীবিত আছে কিনা ? উত্তর হইল যে,তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতা জীবিত আছে বটে, কিন্তু বার্ধক্যের কারণে অতিশয় দুর্বল।

হুজুরে পাক ইরশাদ করিলেন—"যাও, আল্‌কামার মাকে গিয়া ছালামান্তে বল, যদি তাহার শক্তি থাকে তবে যেন আমার কাছে আসে, নতুবা আমি নিজেই তাহার নিকট যাইব।" হজরত বিলাল (রাঃ) রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আদেশ পাইয়া আলকামার মাকে ছালাম জানাইয়া এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেই উক্ত বৃদ্ধার দেহ-

মনে এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ জাগিয়া উঠিল, এবং উচ্ছসিত কণ্ঠে সেই বলিয়া উঠিল—"ওহে শোন, আল্লাহ্‌র হাবীবের জন্য আমি কোরবান হইয়া যাইব, আমি নিজেই যাইব, তাঁহার কদম মুবারকে লুটাইয়া পড়িব।" তারপর লাঠিতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে ঐ বৃদ্ধা মহিলা হুজুরে দরবারে হাজির হইল। এবং ছালাম আরজ করিল—ছালামুন আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্! হুজুরে পাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—"তুমি সত্য করিয়া বল আল্‌কামা কেমন লোক ছিল; আমার সঙ্গে মিথ্যা বলিও না। কেননা, আমার নিকট ওহি আসে, ওহি দ্বারা আমি সবই জানিতে পারিব।" তখন বৃদ্ধা মহিলা বলিল—হুজুর, আলকামা বড়ই নেককার ও এবাদতকারী ছিল; এবং সে খুবই রোজদার ও দানশীল ব্যক্তি ছিল; ঐ অঞ্চলে তাহার মত দ্বিতীয় আর কেহই ছিল না। নবীজী বলিলেন—"সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিত?" উত্তরে আল্‌কামার মাতা বলিল—'হুজুর, আমি তার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট, সে আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিত না; বরং আমার চাইতে তার স্ত্রীকে বেশী ভালবাসিত এবং আমাকে তার স্ত্রীর অধীনে রাখিত। কাজেই আমি তাহার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।" এতদ্‌শ্রবণে রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেন—তার জবান বন্ধ হইবার কারণ একমাত্র ইহাই যে, তার মা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। অতঃপর, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাম হজরত বিলালকে আদেশ করিলেন—"অনেকগুলি লাকড়ী জমা কর যেন অগ্নিতে আল্‌কামাকে জ্বালাইয়া দেওয়া যায়।" এই কথা ঐ বৃদ্ধা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার ছেলে যে আমার কলিজার টুকরা, আমার সামনে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে, আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব?" তখন রাসুলে খোদা বলিলেন—হে আল্‌কামার জননী! আল্লাহর আজাব

এই অগ্নি হইতে বেশী ভয়ানক দোজখের অগ্নি আরও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক; যদি তোমার সহ্য না হয় তবে তাকে মাফ করিয়া দাও।" তার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও। নতুবা আমি ঐ জাতে পাকের শপথ করিয়া বলিতেছি যার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তার নামাজ-রোজা এবং কোনও নফল বন্দেগী কবুল হইবে না।" এই কথা শুনিয়া আল্‌কামার জননী বলিয়া উঠিল—"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার পুত্রকে মাফ করিয়া দিলাম, এবং তার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম।" অতঃপর হুজুরে পাক হজরত বিলালকে আদেশ করিলেন—"যাও এখন গিয়া দেখ আলকামার অবস্থা কিরূপ?" হজরত বিলাল যখন আল্‌কামার দরওয়াজা পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন শুনিতে পাইলেন যে, আলকামা উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছে—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ঐ দিনই আলকামা পরলোক গমণ করিল।

হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সংবাদ অবগত হইয়া আলকামার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তাহাকে গোসল কাফনের আদেশ করিলেন। অতঃপর আল্‌কামাকে যখন দাফন করা হইল, হুজুরে পাক তখন ইরশাদ করিলেন—"হে মুহাজির ও আনছারগণ! যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে নিজের মায়ের চাইতে বেশী আদর করিবে, তার উপর খোদাতায়ালার লা'নত বা অভিসম্পাৎ রহিয়াছে, তার ফরজ কিংবা নফল কোন বন্দেগীই কবুল হইবে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! জানিয়া রাখুন, মাতাপিতার খেদমত ও সম্মান সন্তানের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য। মা-বাপের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মা-বাপের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি! এইহেতু,

আল্লাহ্ পাক নিজ এবাদতের পরে মা-বাপের খেদমতের জন্য তাকিদ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ফরমাইয়াছেন—ওয়াবিল ওয়ালেদাইনে ইহ্ছানা'—অর্থাৎ, মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। পক্ষান্তরে যারা মা-বাপের বিরুদ্ধাচরণ করে বা নাফরমানী করে তাদের কোন প্রকার বন্দেগী আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হইবে না; বরং ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বরবাদ হইয়া যাইবে। আফসুসের বিষয়, আজকাল বহু লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খবরদার। সময় থাকিতে সংশোধন হওয়া দরকার। মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত।

হেকায়াত :—আল্লামা আবদুর রহমান ছুফুরী (রাহঃ) তদীয় কিতাবে লিখিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাহার উস্তাদ আবু ইছহাকের সাক্ষাতে বলিল—হুজুর, আমি রাত্রিকালে এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, হুজুরের দাঁড়ী মুবারক জাওহেরাত ও ইয়াকুতের দ্বারা সৌন্দর্য পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে এবং খুবই চমকদার হইয়াছে।" ইহার উত্তরে হুজরত আবু ইছহাক বলিলেন - "তুমি ঠিকই দেখিয়াছ। গতকল্য আমি আমার দাঁড়ির দ্বারা আমার জননীর পা-মুবারক মুছিয়া পরিষ্কার করিয়াছিলাম।"

হে আমার প্রিয় মুরীদান ও স্নেহী মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ। এক্ষনে, অবশ্যই আল্লাহর বাণী কোরআন মজীদ নবীজীর বাণী হাদীস শরীফ এবং উলামা ও আওলিয়াগণের জীবনাদর্শ ও বিভিন্ন হেকায়াত বা সত্য ঘটনাবলীর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত রহিয়াছে (সংক্ষেপে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে) যে, মাতাপিতার খেদমত এমন এক অমূল্য রত্ন যাহার বদৌলতে ইহকালের সুখ ও শান্তি এবং পরকালে মুক্তিলাভ হয়। আর মা-বাপের নাফরমানীতে ইহকাল ও পরকাল বরবাদ হইয়া যায়।

হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! মনে রাখিবেন, শিশুকালে মাতাপিতা অতিশয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাদিগকে লালন-পালন করিয়াছেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা মাফিক আপনাদিগকে প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-দীক্ষা ও সহায়-সম্পদ ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাযথভাবে সাধ্যানুসারে করিয়াছেন। উপরন্তু, প্রাপ্ত বয়স্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-শাদীর নিজ নিজ পিতামাতা তাহাদের হক আদায় করতঃ আপনাদের নিজ নিজ জীবন-সাথীদের সঙ্গে নিয়া ইহ-পরকালীন জিন্দেগী শান্তি ও সুখময় করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে পরিণত বয়সে মানুষের মানুষ হইয়া নিজ নিজ দরদী পিতামাতাকে ভুলিয়া যাইবেন না; বরং কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী জিন্দেগী যাপন করতঃ নামাজ শেষে আপন আপন পিতামাতার জন্য দোয়া করিবেন—"রাব্বীরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছোয়াগীরা"—"হে আমাদের প্রতিপালক! আমার পিতামাতার উপর রহমত বর্ষণ কর যেমনি ভাবে তাহারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করিয়াছিল।" তারপর দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বেরাদর এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকল সুন্নী-মুসলমান নর-নারী, ছোট-বড় সকলকেই দোয়ায়ে খায়ের-এ শামিল রাখিবেন। ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা সুন্নী মুসলমানগণ! হুশিয়ার হউন, শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলিম সমাজে আজকাল কাফেরদিগের জঘন্য ক্ষতির রীতি-নীতি বা কু-প্রথা প্রবেশ করিয়াছে; যার ফলে অনেক সোনার সংসার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। নানা অশান্তি ও অমঙ্গল বিস্তার লাভ করিতেছে। তাহা হইতেছে যৌতুক প্রথা। এই কু-প্রথা প্রতিবেশী হিন্দু এবং গারো উপজাতীদের মধ্যে প্রচলিত। বর্তমানে ধনী-গরীব শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় বহু মুসলমান পরিবারে এই সর্বনাশা কু-প্রথা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড়ই পরিতাপের সহিত বলিতে হয়

দৈনিক খবরের কাগজের পাতায় এই জঘন্য কু-প্রথার বিষময় পরিণতির বিবরণ পাঠকালে সত্যই শরীর শিহরিয়া উঠে। অতএব, সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ও বিবেকবান দিগের উচিত এ-কুপ্রথা যেন আমাদের সমাজ হইতে বিদায় নেয় তজ্জন্য বিশেষভাবে সাধ্যানুসারে ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ সর্বনাশা যৌতুক প্রথার প্রতিরোধকল্পে আদর্শ-বিবাহ প্রথার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সরল ভাষায়, বিবাহ-শাদীতে নগদ অর্থ কিংবা অস্থাবর মালামাল গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি কন্যার পক্ষ কিংবা বরের পক্ষ কাহার পক্ষেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দাবীতে লওয়া হারাম। আর শরীয়ত মোতাবেক হারামকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হইবে। বন্ধুগণ! এই জঘন্য হারাম ও কু-প্রথার দরুণ ভবিষ্যৎ অন্ধকার জানিবেন—সামনে ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে, পরকালের মঞ্জিল সমূহ অত্যন্ত কঠিন।

বহু গরীব-মিস্‌কিন এমনও রহিয়াছে যাদের দরিদ্রতার কারণে তাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-শাদী হইতেছে না। তাদের জন্যে রিপুর তাড়না হইতে রক্ষা পথ হইতেছে সংযমশীলতার পথ অনুসরণ করা। পানাহার অল্প পরিমাণে করা এবং ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়েই রোজা রাখা। মোটকথা, 'কাজায়ে ইলাহী' বা আল্লাহর বিধানের সন্তুষ্ট থাকিয়া দুনিয়ার অনাসক্তি ও পরকালের প্রতি আসক্তি মনে-প্রাণে সৃষ্টি করিয়া 'ছিরাতুল মোস্তাক্বীম' বা সহজ-সরল পথের যাত্রী হইয়া যাইবে, ইন্‌শা-আল্লাহু তায়ালা অনায়াসে 'মন্‌জিলে মকছুদে' পৌঁছিয়া যাইবে।

খবরদার! দরিদ্রতার কারণে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের কুফফার-দের ন্যায় নিজ নিজ কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিওনা—মারিয়া ফেলিও না। অথবা বিধর্মীদের সু-কৌশলে সুপরিকল্পিত প্রতারণামূলক জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথা অবলম্বণ পূর্বক নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করিবে না।

এমন কোন প্রাণী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই যার রিযিকের জিম্মাদারী বা লালন-পালনের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং আল্লাহ্র উপর অটুট ঈমান যাহার রহিয়াছে তাহার কোন কিছুর ভয়-শংকা থাকিবার কথা নহে। আল্লাহর নির্ভরশীল ব্যক্তি বিনামালে ধনী হইয়া থাকেন। দোজাহানের বাদশাহ্র রহমতে আলম নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কি সে আদর্শ রাখিয়া যান নাই ? তিনিতো সর্বস্তরের মানুষের জন্যে ছিলেন পরমাদর্শ। কিন্তু অভাব হইতেছে, আমাদের ঈমাণী শক্তির। অতএব, আমাদের ঈমানকে মজবুত করিতে হইবে, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হইতে হইবে।

বন্ধুগণ! নিম্নের কতিপয় জরুরী মাছায়েল জানিয়া রাখিবেন ঃ—

(১) বিবাহের যৌতুক প্রথা হারাম, (২) প্রচলিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হারাম, (৩) ষাঁড়ের বীচি ফেলিয়া দিয়া বলদ বানানো এবং বকরির পাঠাকে খাসী বানানো হারাম, (৪) গাভীকে ইন্‌জেকশানের মাধ্যমে প্রজনন করানো হারাম—ইহাতে টাকা দেওয়া ও লওয়া হারাম, এই সবের মধ্যে নিঃসন্দেহে ঈমানের ক্ষতি রহিয়াছে। বকরিকে পাঠার অভাবে হিন্দুর বাড়ীতে (যাহারা পাঠা লালন-পালন করে) লইয়া যাওয়া হয় এবং টাকা পয়সা দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় টাকা দেওয়া ও লওয়া উভয়ই হারাম। এই অবস্থার হইয়াছে ষাঁড়কে বলদ বানানো এবং পাঠাকে খাসী বাননোর কুফল স্বরূপ। (৫) মুসলমান নর-নারী প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য পরদা-প্রথা ফরজ বা অবশ্য করণীয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে একত্র লেখা-পড়ার সুযোগ দ্বারা পর্‌দা প্রথাকে বিসর্জন দেওয়ার কুফল আজকাল নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই, আজকাল সমান অধিকারের দাবীদাররা নারীকে করিয়াছে ঘরছাড়া, পুরুষকে করিয়াছে কর্মবিমুখ কিংবা কর্মহীন বেকার। ফলে, আল্লাহ্ ও

রাসূলের বিধি-বিধান কোরআন-সুন্নাহ্ মোতাবেক আমল উঠিয়া যাইতেছে। বিজাতীয় শিক্ষা ও বিজাতীয় রীতি-নীতি তথা ইহুদী-নাছারাদের অন্ধ অনুসরণ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বীন ও ঈমান হইতে গাফেল ও বেখবর হও ইহার জন্যে দায়ী নহে কি? (৬) কাহারও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের পূর্বে ডাক না দিয়া এবং বাড়ীওয়ালার অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করা হারাম। (আল-কারআন)

(৭) পুরুষ মেয়েদের প্রতি, মেয়ে পুরুষের প্রতি কু-দৃষ্টি করা হারাম। (কোরআন) এশ্আতে কোরআন বা কোরআনী শিক্ষার অভাবে আজকাল সমাজের এই দুরবস্থা।

(৮) চুরি ডাকাতি হারাম। কেহ কাহারও সাড়ে চারি আনা পরিমাণ হক নষ্ট করিলে ৭০ (সত্তর) জন পয়গাম্বরের সমান ছওয়াব নিয়াও যদি হাশরের দিন উঠে তবু ঐ হক মাফ হইবে না; বরং দোজখ ভোগ করিতেই হইবে।

(৯) আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকার কারণে, ঈমান না থাকার কারণে মুসলমানদিগের মধ্যে অনিবার্য্য রূপে ৭৩ (তিয়াত্তর) দল সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭২ (বাহাত্তর) দল জাহান্নামী কোরআন, হাদিছের সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অথচ জাহান্নামী ৭২টি দলের আলেমগণই নামাজ রোজা ইত্যাদি আমলের খুবই প্রচার দিয়া থাকে। কিন্তু আসল সম্পদ ঈমানের কোন খবরও নাই। এবং নিজেদের কুফুরী মতবাদ প্রকাশ হইবার আশংকায় ঈমান সংক্রান্ত আলোচনাকে কৌশলে এড়াইয়া চলে।

(১০) মাইক্রোফোন বা লাউডস্পীকারযোগে এবাদত, যথা নামাজ, আজান, তেলাওয়াত, খুতবাপাঠ ও একামত সমস্তই হারাম, হারাম, হারাম। মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মীলাদ ও কিয়ামকে বেদাত ও হারাম বলে আলেম নামধারী প্রতারক ওহাবী মোল্লাগণ, তাদের দাবী রাসুলে পাকের যুগে এবং ছাহাবা ও তাবেঈন-গণের তিনটি উৎকৃষ্ট যুগে মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন ছিল না, কাজেই বেদআত ও হারাম।

আমি ঐসব মহাপণ্ডিত ওহাবীদের জিজ্ঞাসা করি—মাইক্রোফোন-যোগে এবাদত উক্ত তিন যুগে ছিল কি? আর উক্ত তিন যুগের কত শতাব্দি পরে আপনাদের মনগড়া এই যান্ত্রিক এবাদত চালু হইয়াছে বলিবেন কি? মোট কথা, যান্ত্রিক এবাদত গোমরাহ ওহাবীদের পেট পূজার একটা অত্যাধুনিক ধরণমাত্র। এই কারণেই বুঝি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট উহা হারাম হয় না।

(১১) শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামী গান-বাজনা জায়েজ আছে। কিন্তু মসজিদে উহা হারাম যেমন সহবাস এবাদত বটে, তবে মসজিদের ভিতরে হারাম। তদ্রুপ মাইক একটি বাদ্য যন্ত্র, সুতরাং মসজিদের জন্য উহা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যান্ত্রিক এবাদত অকাট্য দলিলের ভিত্তিতেই হারাম যাহাতে ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা মন্দিরে ঘণ্টা বাজায় আর নামধারী মোল্লারা মসজিদে মাইক বাজায়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কাজেই ধরিয়া নিতে হইবে নামধারী ও লেবাস-ধারী মোল্লাগণ ঐ ৭২ জাহান্নামী দলের অন্তর্ভুক্ত। কেবল আযান ব্যতীত মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়াও হারাম। কেননা, তাহা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

(১২) পাঞ্জেগানা বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওয়াক্তিয়া আযান মিনারায় অথবা মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। শুক্রবার দিনের আযান মসজিদের বাহিরে দরজায় উচ্চ আওয়াজে দেওয়া। সুন্নাতে রাসুল সুন্নাতে খোলফায়ে রাশেদীন। এই সুন্নাতের বিপরীত কাজ গোমরাহী।

(১৩) কবরে মৃত ব্যক্তিদিগকে কলেমা শরীফের তালকীন করা সুন্নাত। আযান দ্বারা কবরে ঐ সুন্নাতের উপর উত্তম আমল।

(১৪) দাঁড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা সুন্নাত (যাহা ওয়াজিব পর্য্যায়ভুক্ত) এবং মোচ ছোট করিয়া কাটা সুন্নাত। ইহার বিপরীত রাখা ইহুদী-নাছারাদের অনুসরণ।

(১৫) লম্বা মোচ রাখা, দাঁড়ি কাটা ও ছাটা হারাম, হারাম কর্মকে বার বার করা কুফুরী।

(১৬) সুদ খাওয়া হারাম, সুদখোরের পেট বড় বড় ঘরের মত হইবে এবং শিশার মত চমকিতে থাকিবে, যাহাতে লোকজন দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পারে। তাহাদের পেট সর্প ও বিচ্ছুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে।

আল্লাহ পাক মুছলমানদিগকে এই আপদ হইতে রক্ষা কর। হাদীছ শরীফে আছে—রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম অভিসম্পাৎ করিয়াছেন সুদখোরের উপর এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব লিখে এবং যাহারা উহার সাক্ষী থাকে, তাহারা সকলেই সমান অপরাধী, সকলেই এক রশিতে বাঁধা।

হাদীস শরীফে আরও আছে—রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন—সূদ ৭৩ (তিয়াত্তর) টি গোণাহর সমান, তন্মধ্যে, সবচাইতে ছোট গোণাহ্ এই যে, নিজ মাতার সঙ্গে ব্যভিচার করা। লোকজন মনে করে সূদের টাকা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই ধারণা বাতিল। সূদের মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত রাখেন নাই। আল্লাহ পাক সূদকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং যাকাতকে বৃদ্ধি করিয়া দেন। যাহা আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন তাহা কে বৃদ্ধি করিতে পারেন ?

আরও একটি হাদিসে আসিয়াছে যে, রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "জানিয়া বুঝিয়া যে ব্যক্তি এক দেড় হাম (বা সাড়ে চারি আনা) পরিমাণ সূদ খাইয়াছে সে যেন ৩৬ বার নিজ মায়ের সঙ্গে জিনা করিল; ১ দেড় হাম আনুমানিক সাড়ে চারি আনা। তাহা হইলে প্রতি সাড়ে চারি আনায় একবার করিয়া সূদ-খোর ব্যক্তি তার মায়ের সহিত জিনার সমান অপরাধে অপরাধী হইল।

হে প্রিয় সুন্নী মুসলমানগণ! আল্লাহ্কে ভয় করুন। সূদের রু-প্রথা মুসলমান সমাজ হইতে দূরীভূত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হউন। মনে রাখিবেন, দুনিয়ার জিন্দেগী ক্ষণস্থায়ী, মরণ সত্য ও অবধারিত। কবর, হাশর, মিযান, পুলছেরাতের কঠিন ঘাঁটীসমূহ অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে। মৃত্যুর পূর্বে ছিরাতুল মুস্তাকীমের অর্থাৎ সরল সঠিক পুনা-পথের যাত্রী হইয়া পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হইয়া ঈমানী ও ইসলামী জিন্দেগীর স্বাদ গ্রহণপূবক পরকালের পথে যাত্রা করিতে মনজিলে মকছুদে পৌছিতে অবশ্য অবশ্য যত্নবান হইবেন; আর পরকালীন জিন্দেগীর কোন শেষ নাই। ওয়া আখেরু।